

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ছিল ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্তর্লীন সম্পর্ক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। তারা পরবর্তীতে পরিচিত হন পিরালি ব্রাহ্মণ নামে। বঙ্গ তথা গৌড়ের শাসক তখন সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ। সুলতানের খাস লোক খানজাহান আলী সেই সময়ে তার ক্ষমতা বাড়াতে লাগলেন পদ্মার দক্ষিণ পাড়ে নতুন জনবসতি গড়ে তুলে। মামুদ তাহির নামের এক প্রভাবশালী মুসলমান ছিলেন খানজাহান আলীর ডান হাত। মামুদ তাহির কুলীন ব্রাহ্মণ থেকে মুসলমান হয়েছিলেন এক মুসলমান নারীর প্রেমে পড়ে। কালক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন কুলীন হিন্দু থেকে কউর মুসলমান। নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব ছড়ালেন যশোর জেলার চেস্টুটিয়া পরগনায়। মামুদ তাহির থাকতেন চেস্টুটিয়ার পিরালি বা পিরালিয়া গ্রামে। গ্রামের লোকজন অচিরেই তাকে ডাকতে শুরু করল ‘পির আলি’ নামে।

স্বার্থবাদী রাজনৈতিক বুদ্ধিতে পারঙ্গম জমিদার দক্ষিণানাথ রায় চৌধুরী বুঝলেন ক্ষমতাবান ‘পির আলির পাশে তার নিজস্ব লোকবল নিয়ে দাঁড়ানোটাই সমীচীন হবে। তিনি হাত মেলালেন ‘পির আলি’ ওরফে মামুদ তাহিরের সঙ্গে। যশোরজুড়ে চলল ‘পির আলি’ আর দক্ষিণানাথের যুগ্ম কর্মযজ্ঞ। অরণ্য কেটে পথ তৈরি হলো। পথের ধারে গড়ে উঠল নতুন জনপদ। সুযোগ বুঝে দক্ষিণানাথ নিজের জমিদারি, ক্ষমতা, প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়িয়ে নিলেন। দক্ষিণানাথ রায় চৌধুরীর প্রভাব-প্রতিপত্তির কেন্দ্র ভূমি হয়ে দাঁড়াল তার গড়া জনপদ ‘দক্ষিণডিহি’। চেস্টুটিয়া পরগনার ভৈরব নদের তীর ঘেঁষে এ দক্ষিণডিহিতে দক্ষিণানাথ গড়লেন তার বিখ্যাত ‘কালী মন্দির’। সম্পদে বাড়বাড়ন্ত শুধু নয়, চার ছেলে এক মেয়ের বাবা হলেন তিনি। বড় ও মেজ ছেলে কামদেব ও জয়দেব লেখাপড়ায় বেশ ভালো। তারা সংস্কৃত ও ফারসি [^]ষায় সুপন্ডিত হয়ে শুধু খ্যাতিমানই হলেন না, হলেন ‘পির আলির’ বিশেষ প্রিয়পাত্র। পিতৃবন্ধু পির আলি কামদেব ও জয়দেবকে তার প্রধান কর্মচারীর চাকরিতে নিযুক্ত করলেন। সেজ ও ছোট ভাই রতিদেব ও শুকদেব পন্ডিত হয়ে পির আলির চাকরি না করে তারই কৃপায় দক্ষিণডিহি গ্রামের জমিদারির তত্ত্বাবধান

Design
mode...

।। হঠাৎ ঘনিয়ে এলো এক বিপর্যয়। আকস্মিক মোড় নিল ঘটনা; কামদেব ও জয়দেবের
আশ্রিত এক ভবিষ্যতের দিকে বেঁকে গেল পথ। ঘটনা ঘটল রমজানের এক বিকালবেলা।

পির আলিকে রোজার ফল উপহার দিলেন এক পারিষদ। একটি নধর রসালো লেবুর দ্রাণ নিয়ে। পির
আলি বললেন, কী সুন্দর গন্ধ! কামদেব ও জয়দেব বললেন, এ কী করলেন! আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি
দ্রাণ নিলেও অর্ধেক ভোজন। সুতরাং সূর্য ডোবার আগেই যে আপনি রোজা ভাঙলেন!

হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া মামুদ তাহির ওরফে পির আলি বেজায় অপমানিত বোধ করলেন কামদেব-
জয়দেবের কথায়। মনে মনে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৈরিও হলেন। সুযোগ এলো এক বসন্ত সন্ধ্যায়।
পির আলির বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে কামদেব-জয়দেব সেখানে আমন্ত্রিত। হঠাৎ সেখানে গো-মাংসের
গন্ধ। ব্রাহ্মণরা তো নাকচাপা দিয়ে পালালেন। পালাচ্ছিলেন কামদেব-জয়দেবও। গম্ভীর কণ্ঠে পথ
আটকে দিলেন পির আলি। বললেন, পালিয়ে লাভ নেই। গন্ধ শুকলেই তো অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেল।
হিন্দু সমাজে এরপর কি স্থান পাবেন? এরপর পির আলির লোকজন কামদেব ও জয়দেবের মুখে গো-
মাংস গুঁজে দিলেন এবং তাদের মুসলমান না হয়ে কোনো উপায় রইল না। কামদেবের নাম হলো
কামালউদ্দিন খাঁ চৌধুরী আর জয়দেবের নাম হলো জামালউদ্দিন খাঁ চৌধুরী। শুরু হলো জমিদার
দক্ষিণানাথ রায় চৌধুরীর বংশের ইসলাম-শাখা। এদেরই বংশধর বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খান, বিশিষ্ট
অভিনেতা তারিক আনাম খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক প্রয়াত তোয়াব
খান, তোহা খান, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী আবদুস সবুর খান চৌধুরী। এখানেই শেষ নয় কাহিনির। রতিদেব
ও শুকদেব তখন থাকতেন কামদেব-জয়দেবের বাড়িতে। দাদারা মুসলমান হয়ে যাওয়ায় হিন্দু সমাজ
একঘরে করল অন্য দুই ভাই রতিদেব ও শুকদেবকে। তাদের ধোপা নাপিত বন্ধ হলো, জীবন অসহনীয়
করে দেওয়া হলো। এমনকি তাদের বোন রত্নমালা, কন্যা সুন্দরীকে কোনো ব্রাহ্মণ বিয়ে করতে চাইল
না। কামদেব-জয়দেব দক্ষিণাডিহি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও সুখদেব ও রতিদেব ‘পিরালি’ পরিচয়ের
অখ্যাতি থেকে মুক্তি পাননি। হিন্দু সমাজে তারা ‘একঘরে’ রইলেন। কোনো ব্রাহ্মণ পরিবারে রত্নমালা ও
সুন্দরীর বিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য শুকদেব একমাত্র বোন রত্নমালাকে বিয়ে দিলেন এক রাতের জন্য আশ্রিত ব্রাহ্মণ
যুবক মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছুটা জোর করে আড়াই শ বিঘা জমির লোভ দোখয়ে।
মঙ্গলানন্দ রত্নমালাকে বিয়ে করার পর আর আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে যেতে পারেননি। এভাবেই
তৈরি হলো মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নতুন পিরালি ব্রাহ্মণ বংশের আরও একটি শাখা। মুসলমান পির

Design
mode...

মান।

ষ্ট পিরালি ব্রাহ্মণদের প্রসারিত শাখা-প্রশাখার সঙ্গে মিশে গেল কুশারী-ব্রাহ্মণদের একটি

‘দীন’ নামের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন বর্ধমানের ‘কুশ’ গ্রামের বাসিন্দা। কুশ গ্রামের বাসিন্দা বলে তিনি কুশারী ব্রাহ্মণ বলেই পরিচিত ছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণ হিসেবে কুশারীদের খ্যাতি ছিল। কুশারীরা বিচিত্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গদেশের সর্বত্র। যশোর জেলার ঘাটভোগ, দামুড়হুদা থেকে ঢাকার কয়কীর্তন; বাকুড়ার সোনামুখী থেকে খুলনার পিঠাভোগ কুশারীদের প্রতিপত্তি বাড়ছিল সব জায়গাতেই। সব থেকে প্রভাবশালী ও অবস্থাপন্ন ছিলেন পিঠাভোগের কুশারীরা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার পিঠাভোগের একটি ধারা। সে ধারার আদি পুরুষ জগন্নাথ কুশারী। এ জগন্নাথ কুশারী বিয়ে করেন খুলনার ফুলতলার দক্ষিণডিহির শুকদেব রায় চৌধুরীর কন্যা সুন্দরী দেবীকে। বিয়ে করার পর জগন্নাথ আর পিঠাভোগ ফিরে যেতে পারেননি। পিঠাভোগের কুশারীরা তাকে আর গ্রহণ করেননি। জগন্নাথ দক্ষিণডিহিতে বসবাস শুরু করেন। বিয়ের সময়ে তিনি যৌতুক হিসেবে পান বারোপাড়া গ্রাম। নরেন্দ্রপুর (যশোর) সঙ্গে উত্তরপাড়া গ্রামও। জগন্নাথ কুশারীর বংশধররা ২০০ বছর দক্ষিণডিহির বাসিন্দা ছিলেন। এখান থেকেই তারা গোবিন্দপুর, সুতানটি চলে যান। এটিই এখন কলকাতা। শুকদেবের ঘরজামাই, পিঠাভোগের একদা জমিদার জগন্নাথ কুশারীই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আদি পুরুষ, রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতন ত্রয়োদশ পুরুষ। জগন্নাথের জীবনকাল কেটেছিল ষোল শতকের গোড়ার দিকে।

